যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ২৭৮

১/ বিবিধ

আরবী

العلم خزائن، ومفتاحها السؤال، فاسألوا يرحمكم الله، فإنه يؤجر فيه أربعة: السائل، والمعلم، والمستمع، والمجيب لهم

موضوع

أخرجه أبو نعيم (3 / 192) وأبو عثمان النجيرمي في " الفوائد " (24 / 1) من طريق داود بن سليمان القزاز حدثنا علي بن موسى الرضى حدثني أبي عن أبيه جعفر عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين بن علي عن أبيه عن علي بن أبي طالب مرفوعا، وقال أبو نعيم: هذا حديث غريب لم نكتبه إلا بهذا الإسناد

قلت: وهو إسناد موضوع من داود بن سليمان هذا الجرجاني الغازي

قال الذهبي: كذبه يحيى بن معين، ولم يعرفه أبو حاتم، وبكل حال فهو شيخ كذاب له نسخة موضوعة عن علي بن موسى الرضى، ثم ساق له أحاديث هذا أحدها وأقره الحافظ في " اللسان "

ولهذا فقد أساء السيوطي بإيراده لهذا الحديث في " الجامع الصغير "، وقد تعقبه شارحه المناوي بما نقلناه عن الذهبي ثم العسقلاني، ثم كأنه نسي ذلك في شرحه الآخر " التيسير "، فقال: إسناده ضعيف

نعم رواه الشيروي في " العوالي " (1 / 213) والخطيب في " الفقيه والمتفقه " (2 / 32 - ط الرياض) من طريق عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي حدثني أبي حدثني علي بن موسى الرضى به، لكن عبد الله هذا حاله كحال الجرجاني! قال الذهبي: روى عن أبيه

عن علي الرضى عن آبائه بتلك النسخة الموضوعة الباطلة ما تنفك عن وضعه أو وضع أبيه

বাংলা

২৭৮। জ্ঞান হচ্ছে ভাণ্ডার এবং তার চাবি হচ্ছে প্রশ্ন করা/ জিজ্ঞাসা করা। অতএব তোমরা জিজ্ঞাসা কর, তোমাদেরকে আল্লাহ দয়া করবেন। কারন তাতে চার জনকে সওয়াব দেয়া হবে; প্রশ্নকারীকে, শিক্ষককে, মনোযোগ সহকারে শ্রবণকারীকে এবং তাঁদের উত্তর দানকারীকে।

হাদীসটি জাল।

এটি আবূ নু'য়াইম (৩/১৯২) এবং আবু উসমান আন-নুজায়রেমী "আল-ফাওয়াইদ" গ্রন্থে (১/২৪) দাউদ ইবনু সুলায়মান আল-কাযযায সূত্রে ... বর্ণনা করেছেন। অতঃপর আবু নু'য়াইম বলেনঃ এ হাদীসটি গারীব, এ সনদ ছাড়া অন্য কোন সনদে আমরা এটিকে লিখিনি।

আমি (আলবানী) বলছিঃ এটির সনদ দাউদ ইবনু সুলায়মান হতে জালকৃত। তিনি হচ্ছেন জুরজানী গাযী। যাহাবী তার সম্পর্কে বলেনঃ ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন তাকে মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। আবু হাতিম তাকে চিনেন না। সর্বাবস্থায় তিনি মিথ্যুক শাইখ। আলী ইবনু মূসা আর-রিযা হতে তার একটি জাল কপি রয়েছে। অতঃপর তার কতিপয় হাদীস উল্লেখ করেছেন, এটি সেগুলোর একটি।

হাফিয ইবনু হাজারও "লিসানুল মীযান" গ্রন্থে তার (যাহাবীর) কথাকে সমর্থন করেছেন। এ কারণেই সুয়ূতী "জামেউস সাগীর" গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করে ত্রুটি করেছেন। মানবী যাহাবী ও আসকালানীর কথা উল্লেখ করে তার সমালোচনা করেছেন। হাদীসটি অন্য এক সনদে "আওয়ালী" গ্রন্থে শায়রাবী (১/২১৩) এবং "আল-ফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ" গ্রন্থে (২/৩২) আল-খাতীব বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এটির সনদে আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদ আত-তাঈ রয়েছেন। তার অবস্থা জুরজানীর অবস্থার ন্যায়। তিনি তার পিতা হতে বাতিল-বানোয়াট কপি বর্ণনা করেছেন। তিনি অথবা তার পিতা এটি জাল করেছেন।

হাদিসের মান: জাল (Fake) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=5538

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন